বিজিবি উত্তর পূর্ব রিজিয়ন, সরাইল এর নিজস্ব পরিচিতি, কার্যক্রম

সূচনা

১। এ বাহিনীকে দক্ষ, কার্যকরী ও গতিশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে বিজিবি পূণর্গঠন করেন। বিজিবি পূণর্গঠন এর আওতায় এ বাহিনীর কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উত্তর পূর্ব রিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন।

২। অত্র রিজিয়নের অধীনে ০৪ টি সেক্টর, ১৩ টি ব্যাটালিয়ন এবং ০১টি রিজিয়নাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো রয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরাইল রিজিয়ন দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিএসএফ এর ০৪টি ফ্রন্টিয়ারের (ত্রিপুরা, গৌহাটি, মেঘালয় এবং মিজোরাম ও কাচার) সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উত্তর পূর্ব রিজিয়ন, সরাইল এর নিজস্ব পরিচিতি

৩। দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সাধারণ বর্ণনা।

ক। অপারেশনাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকা। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সমতল ভূমি এবং নদী সীমানা রয়েছে। এই রিজিয়নের প্রথম সীমান্ত পিলার শুরু হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার ১০৪৭ এমপি (৩৫ বিজিবি) এবং শেষ সীমান্ত পিলার চট্টগ্রাম জেলার সীমান্ত পিলার ২২০৩ এমপি (৪ বিজিবি) যার সর্বমোট দূরত্ব ১,২০৪ কিঃ মিঃ।

খ। প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ এলাকা। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় রংপুর (কিছু অংশ), সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগ যার মোট ১৭টি জেলা এবং ১৫৬ টি উপজেলা রয়েছে । উত্তর পূর্ব রিজিয়ন বাংলাদেশের উত্তর- পূর্ব মাবঞ্চলের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এর সদর দপ্তর সরাইলে অবস্থিত।

গ। <u>অপারেশনাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ</u>। সরাইল রিজিয়নের অপারেশাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরুপঃ

(১) <u>সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। সরাইল রিজিয়নের সর্বমোট দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ১,২০৪ কিঃ মিঃ। উক্ত সীমানার মধ্যে ১,০৫১ কিঃ মিঃ এলাকা স্থল সীমানা এবং ১৫৩ কিঃ মিঃ এলাকা জল সীমানা। অদ্যাবধি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০৪৬.৩৭৮কিঃ মিঃ সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ। <u>সরাইল রিজিয়নের আওতাধীন ৪টি সেক্টর বিদ্যমান রয়েছে যথা</u> :- ময়মনসিংহ, সিলেট, শ্রীমঙ্গল এবং কুমিল্লা। সেক্টর সমূহের আওতাধীন সর্বমোট ১৩ টি ব্যাটালিয়ন বিদ্যমান।

ঙ। <u>ইমিগ্রেশন চেকপোষ্ট (আইসিপি) সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোট ১২ টি আইসিপি রয়েছে। যথাঃ

(১)	বাংলাবাজার আইসিপি	- ৩৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, জামালপুর।
(২)	নাকুগাঁও আইসিপি	- ২৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ময়মনসিংহ।
(৩)	তামাবিল আইসিপি	- ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(৪)	জকিগঞ্জ আইসিপি	- ৪১ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(৫)	বুটলি আইসিপি	- ৫২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, বিয়ানীবাজার।
(৬)	সুতারকান্দি আইসিপি	–৫২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, বিয়ানীবাজার।
(৭)	চাতলাপুর আইসিপি	- ৪৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, শ্রীমঙ্গল।
(৮)	কুরমা আইসিপি	- ৪৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, শ্রীমঙ্গল।
(৯)	বাল্লা আইসিপি	- ৫৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, শ্রীমঙ্গল।
(১০)	আখাউড়া আইসিপি	- ১২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সরাইল।
(১১)	বিবিরবাজার আইসিপি	- ১০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, কুমিল্লা।
(১২)	বেলুনিয়া আইসিপি	- ৪ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ফেনী।

চ। <u>ল্যান্ড কাষ্টম্স (এলসিএস) সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোট ১৩টি এলসিএস রয়েছে। যথাঃ

(১)	কামালপুর এলসিএস	- ৩৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, জামালপুর।
(২)	গোবরাকুড়া এলসিএস	- ২৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ময়মনসিংহ।
(৩)	কড়াইতলী এলসিএস	- ২৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ময়মনসিংহ।
(৪)	বিজয়পুর এলসিএস	- ১১ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, নেত্রকোনা।
(৫)	মহেশখোলা এলসিএস	- ১১ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, নেত্রকোনা।
(৬)	ভোলাগঞ্জ এলসিএস	- ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(৭)	ইছামতি এলসিএস	- ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(৮)	চেলা এলসিএস	- ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(৯)	তামাবিল এলসিএস	- ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সিলেট।
(১০)	বাগলী এলসিএস	- ২৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সুনামগঞ্জ।
(১১)	চারাগাঁও এলসিএস	- ২৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সুনামগঞ্জ।
(১২)	বড়ছড়া এলসিএস	- ২৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, সুনামগঞ্জ।
(১৩)	শরীফপুর এলসিএস	- ৪৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, শ্রীমঙ্গল।

(ছ) <u>সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বাধীন সীমান্ত এলাকার বিপরীতে বিএসএফ মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বিপরীতে বিএসএফ এর মোট ০৩টি পূর্ন ফ্রন্টিয়ার এবং ০১টি ফ্রন্টিয়ারের আংশিক দায়িত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে যার অধীনস্থ ৯টি বিএসএফ সেক্টর এবং ২৫টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন বিদ্যমান রয়েছে।

<u>উত্তর পূর্ব রিজিয়ন, সরাইল এর কার্যক্রম</u>

৪। অধিনস্থ সকল সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন সমূহ মোট ১,২০৪ কিঃ মিঃ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত সুরক্ষা ছাড়াও চোরাচালান দমন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি পাচার রোধ এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এছাড়াও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে সরাইল রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আরআইবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরাইল রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কিছু অংশ ভৌগলিক কারনে অধিক চোরাচালান প্রবণ। বিশেষ করে কুমিল্লা সেক্টরের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা এবং অন্য ০৩টি সেক্টর ময়মনসিংহ, সিলেট ও শ্রীমঙ্গল কম চোরাচালান প্রবণ এলাকার অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ-ভারতের কিছু উন্নত যোগাযোগ সম্পন্ন এলাকার মাধ্যমে এসব চোরাচালানী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বিজিবি সীমান্তের ০৫ মাইলের (৮ কিঃ মিঃ) মধ্যে এককভাবে চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নির্ভরযোগ্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তের ০৫ মাইলের (৮ কিঃ মিঃ) বাইরে বেসামরিক প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাপেক্ষে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

<u>উত্তর পূর্ব রিজিয়ন, সরাইল এর অর্জন</u>

৫। অত্র রিজিয়ন এবং অধিনস্থ সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কর্তৃক গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট সিজার মূল্য এবং নিম্নেবর্ণিত মাদক ও নেশা জতীয় দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়ঃ

ক।	সর্বমোট সিজার মূল্য	-৬৯৪,৮১,৫৪,১৫৫/- টাকা।
খ।	মদ	- ৪,৫০,৪০৯ বোতল।
গ।	ফেন্সিডিল	- ১,৬০,৬৬৯ বোতল।
ঘ।	নেশাজাতীয় ট্যাবলেট	- ২,৫০,২১,১৫৯ পিস।
ঙ।	হেরোইন	- ৭.১৩ কেজি।
চ।	গাঁজা	- ৩,৩৬,৫৫,০১৮ কেজি।
চ।	ইয়াবা, সেনেগ্রা, ভায়াগ্রা ট্যাবলেট	- ১৯৪৫৬৫৫ পিস ।

৬। অত্র রিজিয়ন এবং অধিনস্থ সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কর্তৃক গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়ঃ

ক।	আগ্নেয়াস্ত্র	- ৩২ টি।
খ।	গোলাবারুদ	- ১১ টি।
গ।	বিস্ফোরক দ্রব্য	- ০৩ টি।